মেহেরপুরে জেলা বিএনপির স্বাধীনতা দিবস পালন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছে।

গতকাল সকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে শোভযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে শহিদ স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এসময় সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মারুফ আহমেদ বিজন, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাহাবদ্দিন, মনিরুল ইসলামসহ জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা শোভাযাত্রা ও পুস্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

ঐতিহাসিক মুজিবনগরে ‘সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলনে’র পথচলা শুরু

স্বাধীনতার সূর্য সন্তান শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে প্রতিটা জেলা-উপজেলায় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন চাই এই দাবীকে সামনে রেখে স্বাধীনতার প্রথম সরকার গঠনের ঐতিহাসিক স্থান মুজিব নগর স্মৃতিসৌধে ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

মুজিবনগরে যাত্রার প্রাক্কালে নেতৃবৃন্দগণ মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে স্বাধীনতার প্রথম পতাকা উত্তোলনের স্থানে যান। সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়ে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলনের আহবায়ক ইকরামুল কবির বাবলুর আহবানে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম আহবায়ক রফিকুর রশীদ, যুগ্ম আহবায়ক অধ্যক্ষ হাফিজ ফারুক, যুগ্ম আহবায়ক আব্দুলাহ আল আমিন, যুগ্ম আহবায়ক মীর দিনার হোসেন, সদস্য সচিব মির্জা গালিব উজ্জ্বল, তরিকুল ইসলাম (সদস্য), এনামুল হক এনাম (সদস্য), অধ্যাপক গৌতম বসু (সদস্য), কুটু জোয়াদ্দার (সদস্য), সালেহ কাজল (সদস্য), কামরুন্নেছা তানিয়া (সদস্য), অভিজিৎ বসু (সদস্য)।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুজিব নগর সরকার কমিটির আহবায়ক দোয়াজ উদ্দিন মাস্টার।

আরও উপস্থিত ছিলেন, হাসানুজ্জামান রিপন, মোঃ স্বপন আলী, মোঃ শিমুল বিশ্বাস, ইব্রাহিম খান, হাসিবুল ইসলাম, আসলাম, রাজু আহমেদ, ইমরান হোসেন, আবু তালহা বিন হাবিব জুয়েল, আব্দুর রহিম, নয়ন আহামেদ প্রমুখ।

উপস্থিতিগণ জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে স্মৃতিসৌধ সর্বস্তরে বাস্তবায়নের তাগিদ অনুভব করেন। এরই প্রেক্ষাপট ‘বাংলাদেশ জেলা ভিত্তিক স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলন’ এর নাম পরিবর্তন করে জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে স্মৃতিসৌধ সর্বস্তরে বাস্তবায়ন ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের গতিশীলতা তরান্বিত করতে ‘সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলন’ নামকরণ করেন।

আহবায়ক ইকরামুল কবির বাবলু বলেন, স্বাধীনতার ৫২ বছরে ও মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে রাষ্ট্রীয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিবসে বিক্ষিপ্ত আকারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, যা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য লজ্জা জনক। তাই অবিলম্বে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি বর্তমান সরকারের নিকট দেশের প্রতিটা জেলা, উপজেলা এমনকি শিক্ষাঙ্গনগুলোতে জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন চান।

যুগ্ম আহবায়ক ও বাংলা একাডেমীর পদক প্রাপ্ত রফিকুর রশীদ এই আন্দোলনের সাথে একমত পোষণ করে সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন চান।

যুগ্ম আহবায়ক অধ্যক্ষ হাফিজ ফারুক বলেন, সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলনের অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। এ আন্দোলন একটি চলমান আন্দোলন। শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধ এক নয়; এর ভিন্নতা উপলব্ধিতে আনতে হবে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন, ৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আন্দোলন ৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন,৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এই সাতটি আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে সাতটি স্তম্ভের সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এই স্মৃতিসৌধের স্থপতি সৈয়দ মইনুল হোসেন। অতএব শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনও এক কাতারে ফেলা যায় কী? আসুন আমরা জেলায় উপজেলায় ‘সর্বস্তরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাস্তবায়ন আন্দোলন’ এর পতাকাতলে কাতারবন্দি হয়ে কমিটি গঠন করি এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলি জাতীয় বীর শহীদদের স্মরণে প্রতি জেলা উপজেলায় স্মৃতিসৌধ চাই।

বামন্দী-কাজিপুর সড়কের কার্পেটিং শেষ হবে কবে ?

দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারহীন থাকায় একসময় চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী-কাজিপুর আঞ্চলিক সড়কটি। ভাঙ্গাচোরা সড়কটি পরবর্তীতে গেল বছরে নতুন করে সংস্কার কাজের অনুমোদন হয়। ২০২২ সালের জানুয়ারীতে কাজের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের ১ বছর পেরিয়ে গেলেও সড়কটির শতভাগ কাজ এখনো অসম্পূর্ণ।

সড়কটির নিশিপুর অংশ থেকে হাড়াভাঙ্গা মাদ্রাসা বাজার পর্যন্ত সাড়ে ৪কি.মি. এলাকা জুড়ে বালি আর ইটের খোয়া দিয়ে ডলা হলেও মাসের পর মাস পেরিয়েছে তবুও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কার্পেটিং কাজ শুরু করেনি এখনো। যার ফলে সড়কটিতে ইটের খোয়ার লাল রঙের ধুলোবালি উড়ে সীমাহীন সমস্যার মধ্যে রয়েছে পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

কার্পেটিং না হওয়ার কারণে ধুলোবালি উড়ে সড়কের চলাচলে এবং

মানুষের স্বাভাবিক জীবনে বিঘ্নতা ঘটাচ্ছে। সড়কটিতে চলাচলকারী পথচারীরা এবং বামন্দী-নিশিপুর থেকে হাড়াভাঙ্গা পর্যন্ত বসবাসরত স্থানীয় বাসিন্দাদের যেন বেদনার শেষ নেই। ধুলোবালি উড়ার ফলে বিভিন্ন রোগব্যাধি জন্মানোর আশঙ্কা করছেন তারা। এ সড়কের ধুলোবালি কয়েক লক্ষ মানুষের কাছে এখন আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রচন্ড ধুলাবালির কারণে স্থানীয়রা মটরের পানি দিয়ে রাস্তা ভেজাচ্ছে বিগত কয়েক মাস ধরে। ধুলোবালিতে গাছগাছালি বিবর্ণ আকার ধারণ করেছে। এ সড়কে নিয়মিত চলাচলকারী মোটরসাইকেল ও ইজিবাইক চালকেরা প্রায় দিশাহীন হয়ে উঠেছে। কার্পেটিং কাজ না হওয়ার ফলে সড়কটির পাশে অবস্থিত বেশকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থীরাও চরম দুর্ভোগে পড়েছে।

বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাবুদ্দিন বলেন, আমাদের স্কুলের পাশের সড়কটিতে ইটের খোয়া দিয়ে ডলা হলেও কার্পেটিং কাজ হয়নি। যার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্কুলে আসতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

হাড়াভাঙ্গা ডি এইচ সিনিয়র ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ধুলোবালিতে এত পরিমাণ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে; যা ভাষায় প্রকাশের মতো না। আমরা দ্রুত সময়ের মধ্যে সড়কটি কার্পেটিং সহ সংস্কার চাই।

বালিয়াঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মিতু খাতুন বলেন, রাস্তায় ধুলোবালির কারণে আমাদের স্কুলে আসতে খুব সমস্যা হয়। স্কুলড্রেস নোংরা হয়ে যায় ধুলোবালিতে।

এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বায়েজিদ হোসেন বলেন, স্কুলে যেতে এবং বাড়ি ফিরতে প্রতিদিন ধুলোবালি অতিক্রম করতে হয়; স্কুলে যাওয়ার পথে সাদা স্কুলড্রেস লাল বালিতে লালচে আঁকার ধারণ করে।

সড়কটিতে চলাচলকৃত পথচারী কামাল হোসেন বলেন, ঠিকাদার কাজ না করে ফেলে রাখার কারণে চরম সমস্যার মধ্যে রয়েছি; পেটের মধ্যে ধুলোবালি ঢুকে অসুখ বিসুখ হচ্ছে।

সড়কটিতে চলাচলকারী আরেক পথচারী জাহিদ হাসান বাদল জানান, আমি প্রতিদিন ব্যবসার সূত্রে নতুন ব্রজপুর থেকে বামন্দী যায়।

কার্পেটিং না হওয়ায় প্রচন্ড সমস্যা হচ্ছে; রাস্তার কাজ না করায় ঠিকাদার ও ইঞ্জিনিয়ারের শাস্তি হওয়া দরকার। বারবার শুধু আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কাজ শুরু হচ্ছে না।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য ও বালিয়াঘাট গ্রামের বাসিন্দা রবিউল ইসলাম জানান, ধুলোবালি উড়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে কয়েকলক্ষ মানুষকে। দ্রুত সময়ের মধ্যে কার্পেটিং কাজ শুরু করা প্রয়োজন।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী ফয়সাল হোসেন আশ্বাস দিয়ে বলেন, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সৈকত এন্টারপ্রাইজকে অনুরোধ করা হয়েছে দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য। বামন্দী ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সামনে পাথর, বালু নিয়ে এসেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। আশা করছি দ্রুত কাজ শুরু হবে।

তবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ঠিক কতদিন নাগাদ কার্পেটিং কাজ শুরু করবে সেবিষয়ে জানতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সৈকত এন্টারপ্রাইজের সাথে যোগাযোগ করা হলেও সঠিক জবাব পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরের সন্তানসহ ৭ শিক্ষার্থীদের নকশায় স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ

কুয়াশার মতো ধুলা ও ইট–কংক্রিটের জঙ্গল পেরিয়ে একটু বুকভরে শ্বাস নেওয়ার সুযোগ হলো নিটার ক্যাম্পাসে পৌঁছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রযুক্তি ইউনিট এর অধীনে সাভারের জাতীয় বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইনস্টিটিউটটিই পরিচিত নিটার (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ) নামে।

নিটারে ‘ফ্যাশন ডিজাইন অ্যান্ড অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং’ বিভাগটি যাত্রা শুরু করে ২০১৮ সালে। এখানে আছে প্যাটার্ন ল্যাব, অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাবে হাতে-কলমে

কাজ শেখার সুযোগ। ফ্যাশন–সম্পর্কিত আধুনিক সফটওয়্যারের দীক্ষাও নিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।

নকশার পাশাপাশি প্রকৌশলের বিষয়টিও এই প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখায় গুরুত্ব পায়। তাই ফ্যাশন ও পোশাক নির্মাণের কারিগরি দিক—দুটিই মাথায় রাখেন শিক্ষার্থীরা। প্রতিবছরই বিশেষ দিবস, যেমন ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ, পয়লা বৈশাখ, ১৬ ডিসেম্বর উপলক্ষে থিমভিত্তিক পোশাকের নকশা করেন শিক্ষার্থীরা। সেই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি তাঁরা পোশাক বানিয়েছেন স্বাধীনতা দিবস মাথায় রেখে। শাড়ি-পাঞ্জাবির ওপর ফুটে উঠেছে মানচিত্র, পতাকা, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

নকশায় ফিউশনের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি নারীদের জন্য থামিও তৈরি করেছেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের সহযোগিতায় এসব পোশাক নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রদর্শনী ও ফ্যাশন শোর আয়োজনও করা হয়েছে। নিজ উদ্যোগে নিজেদের পোশাক পরে ফটোসেশন করছেন শিক্ষার্থীরা। যা ইতিমধ্যে পোশাক শিল্পে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রশংসার পঞ্চমুখ হয়েছে এবং তাদেরকে নিয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ ও স্বাধীনতার থিম নিয়ে কাজ করেছে তৃতীয় বর্ষের প্রিতুল, ৪র্থ বষের বরাত, তানভীর আদনান,অদ্বিতী সরকার, ১ বর্ষের মাহাপাড়া, রিয়া, মুশফিকাসহ ৮ জন শিক্ষার্থী এবং মডেলও হয়েছেন নিজেরাই।

এদের মাঝে স্বাধীনতার সংগ্রাম নিয়ে উপস্থাপন করেছেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান বুলবুল আহমেদ সাগর বর্তমানে তিনি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এ তৃতীয় বর্ষে অধ্যায়ন করছেন। সেই সাথে তারা ৮ জন শিক্ষার্থী মেধা ও দক্ষতা দিয়ে জাতীয় পর্যায়ের সুনাম অর্জন করছে।

গাংনীতে যথাযোগ্য মর্যাদায়

মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত

মেহেরপুরের গাংনীতে নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে। দিবসের শুরুতে রবিবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।

সকাল ৬টার দিকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিদা সিদ্দিকা সেতু পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবির হোসেন সহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

এছাড়াও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের পক্ষে পুষ্প স্তবক অর্পণ করেন, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য ও
উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও পুষ্পমাল্য অর্পণ করে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সংগঠন।

সকাল ৮টার দিকে গাংনী হাইস্কুল ফুটবল মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিদা সিদ্দিকা সেতু, গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক। পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এরপর অতিথিবৃন্দরা অভিবাদন গ্রহণ করেন।

পরে বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ভিডিপি ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্যারেড ও কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন । সকাল ১১টার দিকে, উপজেলা পরিষদ চত্বরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন ।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিদা

সিদ্দিকা সেতু।

মেহেরপুরে কেটে কেটে বিক্রি হচ্ছে ব্রয়লারের মাংস

নিম্ন আয়ের মানুষের পুষ্টির চাহিদা মিটত ব্রয়লার মুরগি দিয়ে। দাম বেশি হওয়ায় সেই ব্রয়লারও এখন কেটে কেটে বিক্রি হচ্ছে বাজারে। নিম্ন আয়ের মানুষগুলো ৫শ গ্রাম ৭শ গ্রাম বা যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই কিনছেন কাটা ব্রয়লারের মাংস।

রোজার মাসে গরু-ছাগলের মাংসের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় মুরগির বাজারে ক্রেতা বেশি ২৩০ থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে বাজারে। সোনালীর দাম ৩৬০ টাকা লেয়ার ৩১০ টাকা এবং দেশি মুরগি প্রায় ৭শ টাকা।

মুরগি বিক্রেতা তাহের আলী বলেন, রোজার কারণে বাজারে মাংশের ক্রেতা অনেক বেশি। গরুর মাংস, ছাগলের মাংস এমনকি মাছের দাম বেশি হওয়ার কারণে মুরগির উপর চাপ পড়েছে। অনেকেই মুরগির কাটা মাংস কিনছেন প্রয়োজন অনুযায়ী।

শহরের নতুন পাড়ার সামাদ বলেন, রোজার মাসে তরকারি ভালো না হলে কেউ খেতে চায়না। তাই ৬০০ গ্রাম ব্রয়লারের মাংস কিনলাম। সেহরীর সময় এটা দিয়ে খাওয়া হবে। অন্য মাংসের অনেক দাম। রোজার মাসে অনেক খরচ একটু হিসাব করে এই মাস চালাতে হবে।

বাজারে প্রতি কেজি গরুর মাংস সাড়ে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা এবং খাসির মাংস ৯০০ থেকে ৯৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

আমঝুপিতে মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহান স্বাধীনতা দিবস পালন করেছে।

সকাল সাড়ে ৬টায় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ
সভাপতি বীর মুক্তিাযোদ্ধা মতিউর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর থানার আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন আহমেদ, আমঝুপি ইউনিয়ন কৃষকলগীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মহাবুল হক।
আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সকাল সাড়ে ৬টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন ও সহকারি শিক্ষক হাফিজুজ্জামান।

সকাল ১০টার সময় ছাত্রীদের নিয়ে ২ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, খেলাধুলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জীবনকাহিনী নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

এ সময় সভাপতিত্ব করেন আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন আহমেদ। বক্তব্য রাখেন, প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন, সহকারি প্রধান শিক্ষক হাফিজুজ্জামান, সহকারী শিক্ষক শরীফ উদ্দীন, আবুল হাসান, ফারাহ হোসেন লিটন, রফিকুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, রাফিউল ইসলাম, আসাদুল হক, আলহাজ¦, শাহেদা বানু, শাহনাজ খাতুন, নারগিস খাতুন, মোঃ রুবেল।

আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষক আহম্মদ আলি ও সহকারী প্রধান শিক্ষক কামরুদ্দোজা পরাগ। পরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা, খেলাধুলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জীবনকাহিনী নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক আহম্মদ আলী, সহকারী শিক্ষক মোঃ শরিফ, মোঃ আতিকুর রহমান, ফয়জুল কবির, স্বপন কুমার হালদার, মোঃ আনারুল

ইসলাম, মোছাঃ মুসলিমা খাতুন। ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ১০ম শ্রেণির ছাত্রী আনিকা।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বিএডিসিতে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ডাউল, তেল ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণের উপপরিচালক জিয়াউর রহমান ও সিনিয়র পরিচালক ইকবাল হোসেন কন্ট্রার্ক্ট্রেগায়ার্স জোনের উপপরিচালক সঞ্জয় কুমার দেব নাথ, উপসহাকারী পরিচালক মোঃ আবু তাহের সর্দ্দার, উপ-সহকারী পরিচালক আনিসুর রহমান, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, মোঃ কাউছার আলী।

আমঝুপি গন্ধরাজপুরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালেয় সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষক মোঃ কিতাব আলী। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি মুজিবনগর সরকারী কলেজের প্রফেসর মোঃ জাহির হোসেন চঞ্চল, ওমর ফারুক লিটন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় মেহেরপুরে মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত

একত্রিশবার তোপদ্ধনি, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহিদ স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ, কুচকাওয়াজ ও শরীরচর্চা প্রদর্শণসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে জাকজমকপূর্ণভাবে পালন করা হয়েছে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস।

ভোরে মেহেরপুর সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গনে ৩১ বার তপোধ্বনির মধ্যে দিয়ে দিবসের সূচনা হয়। পরে সূর্যদয়েরর সাথে সাথে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে অবস্থিত শহিদ স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান রাষ্ট্রের পক্ষে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে পুলিশ সুপার মো. রাফিউল আলম,পিপিএম সেবা, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মেহেরপুর সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সর্দার, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলামসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারা পুস্পস্তবক

অর্পণ করেন।

পরে সকাল সোয়া ৮টার সময় মেহেরপুর ষ্টেডিয়াম মাঠে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এসময় পুলিশ সুপার রাফিউল আলম উপস্থিত ছিলেন। পরে শান্তির প্রতীত কবুতর উড়ানো হয়।

এর পরপরই বীর মুক্তিযোদ্ধা, পুলিশ, আনসার ওভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস, বিএনসিসি, রোভার স্কাউট, বয় স্কাউট, গার্লসগাইড ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কুচকাওয়াজ ও শরীর চর্চা প্রদর্শনী করেন। শেষে কুচকাওয়াজ ও শরীরচর্চা প্রদর্শনীর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর শহরের ফুলবাগান পাড়ায় ড্রেন ও রাস্তার কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড ফুলবাগান পাড়ায় ড্রেন ও রাস্তার কাজের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।
আজ রবিবার দুপুর ১২ টার দিকে পৌর মেয়র এ কাজের উদ্বোধন করেন।

এ সময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, পৌরসভার আনাচে-কানাচে অনেক রাস্তার কাজ অসমাপ্ত রয়েছে, আস্তে আস্তে সবগুলো কাজ করা হবে। তিনি বলেন, আপনারা যেভাবে নির্বাচনের সময় আমাকে ভালোবেসে আমার পাশে ছিলেন আমিও ঠিক তেমনি আমার সর্বত্র দিয়ে সব সময় আপনাদের পাশে থাকবো।

এ সময় ৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মহিলা কাউন্সিলর শারমিনা পারভীন শামীমা, ঠিকাদার আসলাম খান পিন্টুসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর ওসির ওপর বেআইনি ক্ষোভ ঝাড়লেন উপজেলা চেয়ারম্যান

একটি ট্র্রাক উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশি সহায়তা না পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের ওপর বেআইনি ক্ষোভ ঝাড়লেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

গতকাল শনিবার বেলা ১১ টার দিকে ২৫মার্চ আলোচনা সভা শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে দাঁড়িয়ে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাককে উদ্দেশ্য করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। তবে ওসি আব্দুর রাজ্জাক ট্রাক উদ্ধারের বিষয়টি আইনি জটিলতায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে দাবী করে জানান, ট্রাকের বিষয়ে আদালতে মামলা রযেছে। আদালত পর্যন্ত যে বিষয়টি গড়িয়ে যায় সেই বিষয়টি আদালত সুরাহা না দেয়া পর্যন্ত পুলিশের কিছুই করা থাকেনা।

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক জানান, তার নিজ নামীয় একটি ১০ চাকা বিশিষ্ট ট্রাক যার রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঝিনাইদাহ ট-১১-১২-৮১। খলিশাকুন্ডি গ্রামের হাজি আবুল হোসেনের ছেলে ফারুক হোসেনের কাছে ৩০,২৪,০০০ টাকা মুল্য নির্ধারন করে ৪৮ কিস্তিতে বিক্রির চুক্তিপত্র করা হয়। প্রতি কিস্তি ৬৩ হাজার টাকা হিসাবে ৩০২৪০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে এমন শর্ত দেয়া হয় চুক্তিপত্রে।

চুক্তি অনুযায়ী ফারুক হোসেন ৩১ কিস্তির মাধ্যমে ২০,০৩০০হাজার টাকা পরিশোধ করেন। বাকী ১০ লক্ষ ২১ হাজার টাকা কিস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও পরিশোধ করতে না পারায় বাকী কিস্তির টাকা প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা করে পরিশোধ করার নতুন শর্তে আরও একটি চুক্তি নামা সম্পাদন করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী পরপর তিন কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যার্থ হলে দাতা তার মালিকানা ফিরে পাবেন বলেও চুক্তিপত্রে উল্লেখ রয়েছে । ২০২০ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা পরিশোধ করার শর্তে ফারুক হোসেন ট্রাকটি গ্রহন করেন। এবং সমস্ত টাকা পরিশোধ হওয়ার পর ফারুক হসোনে তার নামে কাগজপত্র হস্তান্তর করে নেবেন। অথচ ৩ বছর পার হলেও চুক্তি অনুযায়ী টাকা পরিশোধ

করেনি ফারুক হোসেন। এমনকি আমার সাথে কোন যোগাযোগ রাখেনি। বরং ট্রাকটি চুরি হয়ে গেছে বলে আমাকে লোক মারফত সংবাদ দেয় ফারুক হোসেন।

এবিষয়ে ট্রাকটি উদ্ধারের জন্য গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের পরামর্শে আমি গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করি। অভিযোগ করা সত্বেও ট্রাকটি খূঁজে পেতে ব্যার্থ হয় গাংনী থানা পুলিশ। অন্যদিকে আমার লোকজনকে দিয়ে ট্রাকটি খোঁজ করার চেষ্টা করি। অবশেষে গতকাল শুক্রবার ভোর রাতে খোঁজ পাই ট্রাকটি শেরপুরের লালিতাবাড়িতে রয়েছে। আমার লোকজন সেখান থেকে ট্রাকটি উদ্ধার করে খুলিশাকুন্ডি বাজারে নিয়ে আসে। ট্রাকটি পুলিশি সহায়তায় উদ্ধারের দাবী জানালে শনিবার সকালে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক তার একজন এসআই আতিককে খলিশাকুন্ডিতে পাঠায়। সেখান থেকে ট্রাকটি উদ্ধার না করে আমার লোকজনকে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দেয় এসআই আতিক। পরে আমি শনিবার ২৫ মার্চের আলোচনা শেষে ওসি আব্দুর রাজ্জাকের সাথে কথা বল্লে তিনিও বিষয়টি আমলে না নিয়ে টালবাহানা করেন। আমি এর আগে একটি উকিল নোটিশ করেছি। কিন্ত তাতেও কাজ হয়নি।

তিনি আরও জানান, একজন মানুষ যখন বিপদে পড়েন তখন পুলিশের কাছে সাহায্য চাই। পুলিশ সেই সাহায্যের পরিবর্তে যদি বিবাদির সাথে দহরমমহরম তৈরী করে তখনই আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। আমার বেলাতে ঠিক এমনটাই ঘটেছে বলেও সাংবাদিকদের সামনে হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। আমি একজন জনপ্রতনিধি হিসেবে পুলিশের কাছ থেকে যদি এই সহায়তা থেকে বঞ্চিত হই তাহলে সাধারণ মানুষ কত টুকু সেবা পাচ্ছে গাংনী থানায় এ নিয়েও সাংবাদিকদের সামনে প্রশ্ন তোলেন এমএ খালেক।

এদিকে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক জানান, আদালতে মামলা রয়েছে। আদালতে মামলা থাকায় আদালতের নির্দেশনা না পেলে আমি ট্রাকটি উদ্বার করতে পারিনা। এখানে আইনি অনেক জটিলতা রয়েছে। তাছাড়া ট্রাকের সন্ধান পাওয়ার সাথে সাথে থানা থেকে একজন এসআইকে খলিশাকুন্ডিতে পাঠানো হয়। সেখানে গিয়ে ট্রাকের চালককে পাইনি। তিনি আরও জানান, খলিশাকুন্ডি আমার থানার বাইরে। এক থানার সমস্যা অন্য থানায় পড়লে আইনি সহায়তা ছাড়া একটি ট্রাক উদ্ধার করা সম্ভব না। উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব ভুল বুঝে আমার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আমরা আইনের মানুষ সব সময় আইনের মধ্যে থেকেই আমাদের চলতে হয়।